নাম: মো: কামরুল ইসলাম সেতু

জন্ম তারিখ: ২৩ অক্টোবর, ১৯৭৬

শহীদ হওয়ার তারিখ: ৪ আগস্ট, ০২২৪

ব্যক্তিগত তথ্য:

পেশা : ব্যবসায়ী, এস এ টোটাল সলুশনস,
শাহাদাতের স্থান : আল হেলাল হাসপাতাল, মিরপুর, ১০

শহীদের জীবনী

মো: কামরুল ইসলাম সেতু, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের একজন বীর সৈনিক, ১৯৭৬ সালের ২৩ অক্টোবর ফরিদপুর সদর উপজেলায় জন্ম তার।পিতা মরহুম মো: মোতালেব হাওলাদার এবং মাতা মোছা: হামিদা বেগম, যিনি একজন গৃহিণী।চার সদস্য বিশিষ্ট্য পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন মো: কামরুল ইসলাম সেতু।এস এ টোটাল সলুশনস প্রতিষ্ঠানে অংশীদারি ব্যবসা থেকে মাসিক উপার্জিত ৭০,০০০ টাকায় সাংসারিক খরচ সহ চলত ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনা।একমাত্র ছেলে আলভী বিন ইসলাম, পড়াশোর করে সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সিএসই বিভাগে।বাবার স্বপ্ন ছিল ছেলে দেশের নামকরা একজন কম্পিউটার ইঞ্জিয়ার হবে।মেয়ে উমাইয়া ইসলাম স্নেহা মাত্র উচ্চ মাধ্যমিক শেষ করেছে।মেয়েকে নিয়েও ছিল রঙিন স্বপ্ন।

শাহাদাতের ঘটনা

৪ আগষ্ট ২০২৪, রবিবার।দুপুরে যোহরের নামাজ পড়তে বের হোন মো: কামরুল ইসলাম সেতু।নামাজ শেষে মিরপুর ১০ এ অবস্থিত তার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের উদ্দ্যেশ্যে রওনা হোন।এমন সময় স্বৈরাচারের লালিত পুলিশ বাহিনী শিক্ষার্থীদের শান্তিপ্রিয় আন্দোলনে টিয়ারশেল ও গুলি ছুড়তে থাকে।পুলিশের সাথে যুক্ত হয় আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসী বাহিনী।শিক্ষার্থীদের ছত্রভঙ্গ করতে হিংস্র আওয়ামী বাহিনী এবং তাদের লালিত পুলিশ গুলি ছুড়তে থাকে।এর মাঝে হঠাৎ একটি গুলি এসে লাগে কামরুল ইসলাম সেতুর মাথায়।সাথে সাথে লুটিয়ে পড়ে রাস্তায়।আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের কয়েকজন চিকিৎসার জন্য তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়।দেশের শিক্ষার্থীসহ সাধারণ মানুষের ওপর স্বৈরাচার আওয়ামী সরকারের নির্যাতনের খবর পেয়ে সেতুর পরিবার চিন্তিত হয়ে পড়ে এবং তার খোঁজ নেওয়ার জন্য মোবাইলে কল করে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে।পরিবারের কেউ তাকে মোবাইলে না পেয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে।এক পর্যায়ে অজ্ঞাত একজন মো: কামরুল ইসলাম সেতুর মোবাইল কল রিসিভ করে জানান যে তিনি গুলিবিদ্ধ হয়েছেন ।তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে ।পরবর্তীতে পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন হাসপাতালে খোঁজ নিতে থাকে এবং ঢাকা নিউরোসায়েন্স হাসপাতালে তাকে নিহত অবস্থায় খুঁজে পায় ।মেডিকেল সার্টিফিকেটে সন্ধ্যা ৬.৩০ টা নাগাদ মরহুমের মৃত্যুর সময় উল্লেখ করা হয়।

পারিবারিক অবস্থা

মোঃ কামরুল ইসলাম সেতুর মৃত্যুতে তার পরিবারে নেমে আসে শোকের ছায়া।দুই সন্তানের পড়াশোনার খরচ, পারিবারিক সকল খরচ চালানো কামরুল ইসলাম সেতুর স্ত্রীর পক্ষে অসম্ভব প্রায়।যার ফলে অনিশ্চিত হয়ে যায় ছেলে আলভী বিন ইসলাম এর কম্পিউটার ইঞ্জিয়ার হওয়ার স্বপ্ন ।পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম পিতা হারিয়ে মেয়ে উমাইয়া ইসলাম স্নেহার পড়াশোনাও অনিশ্চিত।

সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা

মোঃ কামরুল ইসলাম সেতুর পরিবারকে মাসিক বা বাৎসরিক সহযোগিতার পাশাপাশি দুই সন্তানের পড়াশোনা কেন্দ্রিক সহযোগিতা করা যেতে পারে।

রাষ্ট্রের দায়িত্বশীলদের প্রতি আহ্বান

নিরহংকারী বিনয়ী ও সৎ চরিত্রের অধিকারী শহীদ মো: কামরুল ইসলাম সেতুকে নির্মমভাবে প্রকশ্যে দিবালোকে আওয়ামী সন্ত্রাসী, ছাত্রলীগ, যুবলীগ সহ আওয়ামী মদদপুষ্ট পুলিশ বাহীনি গুলি করে হত্যা করে।এলাকাবাসী ও শহীদের পরিবার এর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী করেছে।মহান আল্লাহ তায়ালা তার শাহাদাতকে কবুল করুন।

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্য সমূহ

নাম : মো: কামরুল ইসলাম সেতু
জন্ম : ২৩ অক্টোবর ১৯৭৬, ফরিদপুর
শহীদের পেশা : ব্যবসায়ী, এস এ টোটাল সলুশনস
শাহাদাতের স্থান :৪ আগষ্ট ২০২৪, রবিবার আল হেলাল হাসপাতাল, মিরপুর, ১০
পিতা : মরহুম মোতালেব হাওলাদার
মাতা : মোছা: হামিদা বেগম, গৃহিণী
পরিবারের সদস্য সংখ্যা : ৪ জন
পরিবারের উপার্জনক্ষম সদস্য : ১ জন (শহীদ মো: কামরুল ইসলাম সেতু)
স্থায়ী ঠিকানা : রঘুনন্দপুর হাউজিং স্টেটস, ব্লক-সি,
প্লট- ১৬৪, ওয়ার্ড নং ৯, পৌরসভা, ফরিদপুর
পরিবারের অন্যান্য সদস্য : স্ত্রী, ১ ছেলে এবং ১ মেয়ে
ছেলে-আলভী বিন ইসলাম, ছাত্র, সিএসই বিভাগ, সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়
মেয়ে-উমাইয়া ইসলাম স্নেহা, ছাত্রী, এইচএসসি